গাংনীতে মাঠ থেকে কৃষকের স্যালো মেশিন চুরি

গাংনী উপজেলার বানিয়া পুকুর গ্রামের মাঠ থেকে শহিদুল ইসলাম নামের এক কৃষকের স্যালো মেশিন চুরি হয়েছে। গতকাল রবিবার দিনগত রাতে স্যালো মেশিন চুরির ঘটনা ঘটে।

এবিষয়ে সোমবার বিকেলে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ওই কৃষক।

কৃষক শহিদুল ইসলাম জানায়্, তার গ্রামের মাঠে বোরো ধানের জমিতে সেচ দিয়ে সন্ধায় মেশিনটি পলেথিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে ঢেকে রেখে আসি। সোমবার সকালে স্যালো মেশিনের কাছে গিয়ে দেখি মেশিনটি নেই। পরে বিকেলে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ জানিয়ে এসেছি। বোরো মৌসুমের শুরুতে স্যালোমেশিন চুরি হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষক শহিদুল ইসলান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, কৃষকের স্যালোমেশিন চুরির বিষয়ে জানতে পেরেছি। ঘটনার সাথে জড়িতদের খুজে বের করার চেস্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী ধর্ষণ মামলায় এক জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

মেহেরপুরে বাক প্রতিবন্ধী ধর্ষণ মামলায় খোকন ওরফে প্রতিক (২০) নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক মো. তহিদুল ইসলাম এ

আদেশ দেন। দন্ডিত খোকন ওরফে প্রতিক মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের মুকুল শেখের ছেলে। মামলার অপর আসামি আজিজুল শেখের ছেলে কালু মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২ টার সময় মোনাখালী গ্রামের শাহিনের স্ত্রী বেলি খাতুন তার বাক প্রতিবন্ধী মেয়ে নাজমা খাতুন (১৪)কে নিয়ে তার পিতা শিবপুর গ্রামের বাবর আলীর বাড়িতে বেড়াতে যায় । ঘটনার দিন সন্ধায় নাজমা খাতুনকে নানা বাড়ি রেখে ফুফা সোনা ভানুর সাথে দেখা করতে যান বেলি খাতুন। মায়ের ফিরতে দেরি হলে বাক প্রতিবন্দী নাজমা খাতুন তার মাকে ডাকতে যায়।

প্রতিবন্ধী নাজমা খাতুন খোকন ও ওরফে প্রতিকের বাড়ির কাছে পৌঁছালে প্রতিক তাকে জাপটে ধরে এবং তার গায়ের চাদর দিয়ে মুখ বেঁধে ঘরে নিয়ে জোরপুবর্ক ধর্ষন করে। নাজমা খাতুন বিষয়টি ইশারার মাধ্যমে পরিবারের লোকজনকে জানালে ঘটনার সত্যতা জেনে ওই দিন বেলি খাতুন বাদী হয়ে খোকন ওরফে প্রতিককে আসামী করে মুজিবনগর থানায় একটি ধর্ষন মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-১,তারিখ-৪/০২/২০১৭।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা এসআই সুব্রত কুমার পাল আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন ওই বছরের ৩১ জুলাই। মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও পর্যায়ক্রমে ১৬জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বিজ্ঞ বিচারক আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানার আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী কে এম আসাদুজ্জামান ও আসামি পক্ষের গোলাম মোস্তফা আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী একেএম আসাদুজ্জামান জানান, আসামী বিজ্ঞ বিচারকের কাছে ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী প্রদান করে এবং মামলার সমস্ত আলামত প্রমানিত হওয়ায় তাকে উপযুক্ত সাজা প্রদান করেছেন বিজ্ঞ বিচারক। এ রায়ে বাদী পক্ষের লোকজন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

দামুড়হুদা জয়রামপুরে দুটি ফার্মাসীতে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা জয়রামপুরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান শেখ হারবাল সহ দুই দোকানে জরিমানা করা হয়েছে রবিবার বিকালে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঠালতলা ও জয়রামপুর স্টেশন বাজারে দীর্ঘ সময় ধরে চলে ঔষধ প্রশাসনের অভিযান।

এই অভিযান চলাকালে জয়রামপুর কাঁঠালতলা বাজারে শেখ মেডিকেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধের জন্য ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। শেখ মেডিকেলের মালিক ইমতিয়াজ হোসেনের বড় ভাই ডাক্তার ইমরানকে চিকিৎসা দেওয়ার কোন অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা দেওয়ার কারণে ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া জয়রামপুর রেলস্টেশন বাজারে ফিরোজ মেডিকেলে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ এর জন্য ১৫শত টাকা জরিমানা করা হয়। এ অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা সহকারি ঔষধ প্রশাসন কে, এম, মুহনীনিন মাহবুব। এ অভিযানে সহকারী হিসেবে অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস।

এই বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সহকারি ঔষধ প্রশাসনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হচ্ছে চিকিৎসা। এই দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে । আপনারাও সচেতন হন। পরবর্তীতে তারা যেন বিনা অনুমতিতে চিকিৎসা ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বর যানজট মুক্ত করণের উদ্যোগ মডেল থানা পুলিশের

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বর যানজট মুক্ত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মডেল থানা পুলিশ। রবিবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বর যানজট মুক্ত করণের উদ্যোগে কাজ করে চলছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম।

জানাগেছে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর দিকনির্দেশনায় এসআই তাপস কুমারের নেতৃত্বে যানজট মুক্তকণের উদ্যোগে কাজ চলছে।

তিনি বলেন প্রতিদিনের ন্যায় অবৈধ যান পাখিভ্যান, ইজিবাইক, অটো, লেগুনা, নছিমন, করিমন, আলমসাধুসহ বিভিন্ন ফিটনেস বিহীন গাড়ি রোডের উপর এলোমেলোভাবে সিরিয়াল করে থাকে এবং রোডের পরিবেশ নষ্ট করছে। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসব অবৈধ গাড়ির জন্য মনে হয় যেন এক বর্জ্যস্তুপ। দিনের পর দিন এক্সিডেন্ট লেগেই থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যখন স্কুল কলেজে যাওয়া আসার সময় ভোগান্তি পোহাতে হয়।

এমনকি যাত্রী সাধারনের হয়রানির শিকার হতে হয়। রাস্তা আটকে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট হয় পথযাত্রীদের। এতে করে গন্তব্যে যাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য হয়। এসব লাঞ্চিত ভোগান্তি পূর্ণ মানুষের কষ্ট দুঃখ দুরদশা চোখে পড়ে। তাই আমাদের টিম যানজট নিরসনের কাজ করছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কনস্টবল তুষার, মামুন, লাবনী। এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, সরকার রোড বানিয়েছেন জনগণ এর চলাচল সহজ করার জন্য। আর এসব যানজটের জন্য মানুষের চলাচল কষ্টসাধ্য হয়। যানজট নিরসনে আমাদের এই সেবা চলমান থাকবে।

জীবননগরে জামায়াতের ১২ নেতা কর্মী গ্রেফতার

নাশকতার প্রস্তুতির সময় জীবননগর থেকে জামায়াতের ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় ৪টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও জিহাদী বই উদ্ধার করা হয়। গতকাল শনিবার সন্ধা থেকে রাত পর্যন্ত জীবননগর উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের আটক করে পুলিশ।

আটককৃত আসামীরা হলেন, হাসাদহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের সাইদুল ইসলাম, মারুফদাহ গ্রামের মোঃ শাহ আলম,বালিহুদা গ্রামের মোঃ ফজলুর রহমান, নতুন চাকলা গ্রামের মোঃ আতিকুর রহমান মন্টু, কাটাপোলা গ্রামের মোঃ মিনাজ উদ্দিন, বৈদ্যনাথপুর গ্রামের ওলিউর রহমান, সীমান্ত ইউনিয়নের নতুনপাড়া গ্রামের রেজাউল করিম, বেনীপুর গ্রামের সাবেকি ইউপি সদস্য মোঃ রবিউল হোসেন, গোয়ালপাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ জহুর আলম,যাদবপুর গ্রামের মইনুদ্দিন,জীবননগর পৌর সভার আশতলা পাড়ার মোঃ নুরুজ্জামান বিশ্বাস এবং উথলী ইউনিয়নের মৃগমারী গ্রামের মোঃ হাসানুজ্জামানকে আটক করে পুলিশ।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কমকতা (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক বলেন, গতকাল শনিবার সন্ধায় জামায়াতের নেতা-কর্মীরা নাশকতার পরিকল্পার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সংবাদ পায় পুলিশ। জীবননগর থানার এসআই রায়হান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জীবননগর উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের একটি আম বাগানে অভিযান চালায়। জামায়াতের প্রায় ৬০/৭০ জন নেতা- কর্মী নাশকতার পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এসময় তারা পুলিশের উপস্থিতি টেরে পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কয়েক জনকে আটক করে।

পরে উপজেলার মাধবপুর ও হাসাদহ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১২ জামায়াতের নেতা-কর্মীকে আটক করে। গ্রেফতারকৃতদের রোববার দুপুরে আমলী জীবননগর আদালতে সোপর্দ করা হয়। এবং তাদের কাছ থেকে ৪টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও বেশ কিছু জিহাদি বই উদ্ধার করা হয়েছে।

এঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে বিস্ফোরক ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩৪ জনের নাম উল্লেখসহ আর ৩৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা দায়ে করেছে।

তিনি আরও বলেন, এধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় হাউলী বিট পুলিশিং উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি” তথ্য দিন সেবা নিন, এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর বাজারে “হাউলী বিট পুলিশিং উঠান বৈঠক” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এসআই মারজান আল মোনায়েম এর সভাপতিত্বে উক্ত উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শেখর চন্দ্র মল্লিক।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউপি সদস্য রিকাত আলী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন এসআই ওবায়দুর রহমান, এএসআই আলমগীর হোসেন বাবু সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ।

এসময় উঠান বৈঠকে বাল্যবিবাহ, চুরি, ইভটিজিং, মাদক, মেয়েছেলের প্রেমঘটিত পলায়ন, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, একে অপরের প্রতি স্মমান, স্নেহ প্রদর্শন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জরুরী প্রয়োজনে ৯৯৯ নাম্বারে ফোন করা, বিট অফিসার ও থানা পুলিশকে যেকোনো সময়ে যেকোন সমস্যায় অবহিত করার জন্য বলা হয়।

দামুড়হুদায় কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ থানায় এজাহার দায়ের

দামুড়হুদা উপজেলার কুশাঘাটা গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেনীর ১ম বর্ষের ছাত্রী যুথি খাতুনকে অপহরনের অভিযোগ। একই উপজেলার দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের উজিরপুর দীঘির পাড়া গ্রামের আব্দুল আজিজ এর বখাটে ছেলে বাবু আলী। কলেজে যাওয়ার পথে বিভিন্ন সময় উত্যক্ত সহ- প্রেম নিবেদন করে।

কলেজ ছাত্রী যুথি খাতুন তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় ক্ষিপ্ত হয়ে বাবু (২২) তাকে অপহরনের হুমকি দেয়। কলেজ ছাত্রীর বাবা নজরুল ইসলাম বিষয়টি বাবু আলীর পরিবারের কাছে বিচার দিলে আরো বেপরোয়া হয়ে যায় বাবু, পরবর্তিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার আনুমানিক রাত ৯ টার দিকে বাড়ির পাশ থেকে অপহরন করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় কলেজ ছাত্রীর বাবা বাদি হয়ে দামুড়হুদার মডেল থানায় বাবু আলীকে প্রধান আসামি সারজেত আলী সহ- ৪/৫ জনের নাম উল্লেখ করে আসামি করে একটি অপহরনের এজাহার দায়ের করেছে।

এজাহারে বলা হয়, ১৪ই ফেব্রুয়ারি আনুমানিক রাত ৯ টার দিকে প্রকৃতির ডাকে নিজ বাড়িতে রাস্তা সংলগ্ন পায়খানার নিকট পৌছাইলে পূর্বে থেকে ওৎ পেতে থাকা বাবু আলী তার ভাড়াটে বাহিনী নিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পৃর্বক অপহারন করে ইজি বাইক গাড়ীতে উঠাইয়া নিয়ে যায়। এসময় আমার মেয়ের আত্নচিৎকার শুনিয়া আমি ঘটনাস্থলে পৌছানোর পূর্বেই বাবু আলী আমার মেয়েকে উক্ত ইজি বাইক যোগে দ্রুত চলিয়া যায়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদার মড়েল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা আদায়

মুজিবনগরে ভ্রাম্যমান আদালতে মটরসাইকেলের চালকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। গাড়ির কাগজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং হেলমেট না থাকার কারনে এ জরিমানা করা হয়।

আজ শনিবার সকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেটে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অনিমেষ বিশ্বাস ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় কাগজপত্র না থাকায় ১৫ টি গাড়ির মালিকের কাছ থেকে ৭ হাজার ৪শত ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করেন।
এবং মটরসাইকেল চালানোর সময় লাইসেন্স ও হেলমেট সাথে রেখে সাবধানে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভিতরে সারাদেশের পর্যটকরা ঘুরতে আসেন।এখানে আসার পর মহিলা,শিশু হেটে হেটে মুজিবনগর ঘুরে থাকেন। আমরা সম্প্রতি দেখছি কিছু কিছু মটরসাইকেল চালকরা এখানে এসে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে,একটি মটরসাইকেল আরেকটির সাথে রেসিং খেলছে। এতে করে ঘুরতে আসা পর্যটকদের বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়া যারা আইনশৃঙ্খলা মানছে না, গাড়ির লাইসেন্স, হেলমেট নেই তাদের বিরদ্ধে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি এবং আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি। যাতে করে এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকদের দূর্ঘটনার স্বীকার না হয়।

সে লক্ষে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্টের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গার কুতুবপুর

ক্যাম্পের বিশেষ অভিযানে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর ক্যাম্পের বিশেষ অভিযানে ৫০০গ্রাম গাঁজাসহ ২জনকে আটক করেছে পুলিশ। ক্যাম্প সুত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুতুবপুর ক্যাম্প আইসি এস আই শফিকুল ইসলাম কনেস্টেবল রকিব ও আলামিনের সহযোগিতায় তাদেরকে গাঁজাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের পোলবাগুন্দা গ্রামের মৃত গঞ্জের আলীর ছেলে জামাল উদ্দিন বাউল (৪০), একই গ্রামের হারেজ আলীর ছেলে সেলিম হোসেন(৪৫) কে আটক করা হয়।

এবিষয়ে কথা বলা হয়েছে কুতুবপুর ক্যাম্পের আইসি এস আই শফিকুল ইসলামের সাথে তিনি প্রতিবেদকে জানিয়েছে গতকাল শুক্রবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসানন্দপুর প্রাইমারি স্কুলের সামনে থেকে আমার ক্যাম্পের কনেস্টেবল রকিব ও আলামিনের সহযোগিতায় তাদেরকে গাঁজা কেনা বেচার সময়ে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে, আমি মাদ্রকে জিরো ট্রলারে নামিয়ে আনবো,এই অভিযান চলোমান থাকবে।

গতকালই তাদের সদর থানায় সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশের সূত্রে জানাগেছে ।

মেহেরপুরের সেতু টেলিকমের কর্মচারি সাভারে গ্রেফতার

মেহেরপুরের সেতু টেলিকম এর ৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ কারি কর্মচারি মোঃ খাইরুল ইসলামকে ঢাকা সাভার থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার সময় তাকে গ্রেফতার করে সাভার

থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত খাইরুল মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়ার মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

জানা যায়, ১৪ ফেব্রুয়ারি সেতু টেলিকমের বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় থেকে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত ৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যায়।

ঐ ঘটনায় দোকানের মালিক মোঃ ফজলুল হক বাবু বাদি হয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন যার নং ১৯।

এঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে অভিযুক্ত খাইরুলকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার নিকট থেকে নগদ ২৭ হাজার ৫শ’ টাকা ও বিভন্ন লোড দেওয়া ব্যবহৃত ৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতারকৃত খাইরুলকে আদালতে প্রেরণ করা হয়।